মেহেরপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

মুজিবনগর মহাজনপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছে অপরপক্ষ। বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন মহাজনপুর গ্রামের গোলাম কিবরিয়া বিশ্বাস এর ছেলে লিটন বিশ্বাস।

এসময় তিনি বলেন, আমি মোঃ লিটন বিশ্বাস, মহাজনপুর, মুজিবনগর, মেহেরপুর। গত ০৫ জুলাই ২০২০ তারিখে মহাজনপুর গ্রামের সাদিকুল ইসলাম এর স্ত্রী শরিফন খাতুন মেহেরপুর প্রেস ক্লাবে আমাদের জমি ক্রয়সুত্রে মালিক দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেন। সেই সাথে আমাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার করেন। এ নিয়ে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় “মেহেরপুরে ক্রয়কৃত জমিতে ঘর নিম্মাণে বাধা” শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ হয়।

শরিফন খাতুন যে বক্তব্য দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা,
বানোয়াট, ভিত্তিহীন এবং ঘড়যন্ত্রমূলক। এই ভিত্তিহীন, মিথ্যা, বানোয়াট সংবাদ সম্মেলনের প্রতি আমি তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি।

উক্ত মোছাঃ শরিফা খাতুনের স্বামীকে প্রায় ১৮ বছর আগে আমার আব্বা মোঃ কিবরিয়া বিশ্বাস
কয়েক কাঠা জমি তাকে দিয়ে বসবাস করার সুযোগ দেয়। আর তখন থেকে তারা স্বাধীনভাবে এবং
শান্তিপূর্ণ ভাবে সেই জমির উপর বসবাস করে আসছে। এ ব্যাপারে আমরা কখনো কোন কিছু বলিনি এবং তাদের বাড়ী নির্মাণ কাজে আমরা কখনো বাধা দেইনি। সম্পূর্ণ মিথ্যা, ঘড়যন্ত্র ও বােনোয়াট কথাবার্তা এখানে উপস্থিত করেছে ঐ মহিলা।

ঐ মহিলা বিভিন্ন সময় আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে আসছে। তাতে আমরা ভীত হয়ে তাকে কিছুই বলিনি। এই রকম একটা সম্মানিত পরিবারকে তিনি মানহানী করার জন্য সংবাদ সম্মেলন করে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছেন। পরবর্তীতে আমরা উক্ত মহিলার বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছি।

আরও একটা ঘটনা আমি তুলে ধরছি, মোছাঃ শরিফন খাতুন যে জমিটি

কিনেছে বলে দাবী
করছে, সেটি মহাজনপুর গ্রামের মাষ্টারের সাথে, ঐ জমিটির বিষয়ে আমরা তাদের সাথে বোঝাপড়া
করবো। এমনকি এই জমির বিষয়ে তাদের সাথে মামলা মোকমাও চলছে। এই জমির সাথে শরিফনের
কোন সম্পর্ক নেই। এখানে একটি তিনি একটি মিথ্যা বক্তব্য পেশ করেছেন।

এ সময় মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/এমএফআর

করোনা কেড়ে নিল আরও ৪৬ প্রাণ, আক্রান্ত ৩৪৮৯

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এই বৈশ্বিক মহামারী দুই হাজার ১৯৭ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

বুধবার দুপুরে কোভিড-১৯ রোগ নিয়ে এক অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতর এমন তথ্য জানিয়েছে।

অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক(প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা বলেন, দেশে গত একদিনে তিন হাজার ৪৮৯ জন নতুন করে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এতে সর্বমোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল জনে।

দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ার চার মাস পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু প্রথম দিকে আক্রান্তের গতি ধীর থাকলেও দিনে দিনে তা তীব্র হচ্ছে।

প্রথম তিন মাসের তুলনায় চতুর্থ মাসে সংক্রমণ ও মৃত্যু বেড়ে গেছে। মোট রোগীর ৫৯ শতাংশের বেশি শনাক্ত হয়েছে চতুর্থ মাসে। আর মোট মৃত্যুর প্রায় ৫৭ শতাংশ ছিল এই এক মাসে।

গত বছরের শেষ দিকে চীনের উহানে প্রথম করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে। ক্রমে সেটা বৈশ্বিক মহামারীর রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। চীন দুই মাসের মধ্যে তাদের দেশে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

ইউরোপের অনেক দেশেও তিন থেকে চার মাসের মধ্যে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এনেছে। সে তুলনায় এশিয়া ও আমেরিকা মহাদেশের বেশির ভাগ দেশে সংক্রমণের ঊর্ধ্বগতি বেশি দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে।

চীনের প্লেগে ‘উচ্চ ঝুঁকি’ নেই: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে ইতোমধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ব। অভিযোগ রয়েছে, এই ভাইরাস ছড়িয়ে চীন থেকে, যা গোটা বিশ্বে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এর মধ্যেই এবার উত্তর চীনে বুবোনিক প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা সামনে এসেছে। এখনই যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে এই রোগ মহামারীর আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

তবে চীনে বুবোনিক প্লেগের সম্ভাব্য মহামারি ‘ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ’ করা হচ্ছে এবং এখনই একে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) এক কর্মকর্তা।

অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ায় চীনা অঞ্চলের বায়ান্নুর শহরের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রবিবার বুবোনিক প্লেগ নিয়ে সতর্কতা জারি করে। আগের দিন শহরের একটি হাসপাতালে এই অসুখে আক্রান্ত সন্দেহজনক একজনকে পাওয়া যায়। গত নভেম্বরে সেখানে এই রোগে আক্রান্ত চারজনকে পাওয়া গিয়েছিল, যাদের দুজনের মারাত্মক নিউমোনিয়া হয়েছিল।

মঙ্গলবার জেনেভায় জাতিসংঘের প্রেস ব্রিফিংয়ে ডব্লিউএইচও’র মুখপাত্র মার্গারেট হ্যারিস বলেছেন, ‘আমরা চীনের এই সংক্রমণ পর্যবেক্ষণ করছি। চীনা ও মঙ্গোলিয়ান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথভাবে বিষয়টির দিকে আমরা খুব কাছ থেকে নজর রাখছি। চীনে আক্রান্তের

সংখ্যা আমরা দেখছি, এটা ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ হয়েছে।’

বুবোনিক প্লেগ নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই বললেন এই কর্মকর্তা, ‘বুবোনিক প্লেগ আমাদের সঙ্গে আছে এবং সবসময় থাকবে, শতবর্ষ ধরে। এই মুহূর্তে আমরা একে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করছি না।’

সূত্র: আল জাজিরা

জাপানে বন্যা-ভূমিধসে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫৩

ভারি বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় দ্বীপ কিউশুতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫৩ জনে দাঁড়িয়েছে। এখনো অনেকে নিখোঁজ রয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় দ্বিগুণ লোক নিয়োগ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে দেশটির সরকার।

এক বিবৃতিতে জাপানের চিফ ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ইয়োশিহিদি সুগা বলেছেন, ‘৯ (জুলাই) পর্যন্ত মেঘ বিরাজ করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং তা পশ্চিম থেকে পূর্ব জাপান পর্যন্ত বিশাল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত হতে পারে।’

ভূমি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ১২টি প্রিফেকচার জুড়ে ৭১টি ভূমিধস হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

কেন্দ্রীয় ১৪ দলের সমন্বয়ক ও মুখপাত্র আমির হোসেন আমু

প্রবীণ রাজনীতিক আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু কেন্দ্রীয় ১৪ দলের সমন্বয়ক ও মুখপাত্র মনোনীত হয়েছেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জোট প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমুকে এ পদে মনোনীত করেছেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ তথ্য জানিয়েছেন। আজ বুধবার সকালে সংসদ ভবনে তার সরকারি বাসভবনে অনলাইন ব্রিফিংয়ে ওবায়দুল কাদের এ তথ্য জানান।

বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আমির হোসেন আমু। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি অবিচল পথচলা এই প্রবীণ রাজনীতিবিদ শেখ হাসিনার প্রথম শাসন আমলে (১৯৯৬) খাদ্যমন্ত্রী ও বিগত শাসন আমলে (২০১৪) শিল্পমন্ত্রী হিসেবে সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

পাপুল কুয়েতের নাগরিক হলে এমপি পদ বাতিল: প্রধানমন্ত্রী

লক্ষ্মীপুর-২ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল কুয়েতের নাগরিক হলে তার এমপি পদ বাতিল হবে।

আজ বুধবার জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। এর আগে সাত দিন বিরতির পর সকাল ১১টায় সংসদের মুলতবি বৈঠক শুরু হয়।

পাপুল বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে বলেও জানান

প্রধানমন্ত্রী।

সরকারদলীয় সংসদ সদস্য বেনজীর আহমদ-এর প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে বিভিন্ন দেশে কর্মহীন হয়ে পড়া বাংলাদেশি কর্মীরা যাতে করোনা পরবর্তী সময়ে পুনরায় কাজে নিয়োগ পেতে পারে, সেজন্য বিদেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

এই অন্তর্বর্তী সময়ে বিদেশের বাংলাদেশ মিশনের শ্রমকল্যাণ শাখার মাধ্যমে আমরা দুস্থ ও কর্মহীন হয়ে পড়া প্রবাসী কর্মীদের মাঝে প্রায় ১১ কোটি টাকার ওষুধ, ত্রাণ ও জরুরি সামগ্রী বিতরণ করেছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনার কারণে চাকরিচ্যুত হয়ে কিংবা অন্য কোনো কারণে বিদেশফেরত কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য আমরা ইতোমধ্যেই প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ অনুমোদন করেছি। এছাড়া, করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের এবং প্রবাসে করোনায় মৃত কর্মীর পরিবারের উপযুক্ত সদস্যকে প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে বিনিয়োগ ঋণ প্রদানের জন্য আমরা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে ২০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করেছি। এ সংক্রান্ত নীতিমালা ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে।

মাস্ক দুর্নীতি: জেএমআই গ্রুপের এমডিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে দুদক

করোনাভাইরাসের সুরক্ষা সরঞ্জাম মাস্ক-পিপিই ক্রয় দুর্নীতির অনুসন্ধানে জেএমআই গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক জিজ্ঞাসাবাদ করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বুধবার দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সকাল সোয়া ১০টা থেকে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন সংস্থার পরিচালক প্রধান মীর মো. জয়নুল

আবেদীন শিবলীর নেতৃত্বে একটি টিম। টিমের অপর সদস্যরা হলেন উপপরিচালক নুরুল হুদা, সহকারী পরিচালক মো. সাইদুজ্জামান ও আতাউর রহমান।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর চিকিৎসায় নিম্নমানের মাস্ক, পিপিই ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সরঞ্জামাদি ক্রয়সহ বিভিন্ন হাসপাতালে সরবরাহের নামে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে এ জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

২১ জুন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদফতর ও কেন্দ্রীয় ওষুধাগারের যথাক্রমে সচিব, মহাপরিচালক ও পরিচালক বরাবর পাঠানো চিঠিতে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র তলব করা হয়।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

করোনায় ক্রীড়াঙ্গনেও স্থবিরতা

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের থাবায় খেলার মাঠেও নেমে এসেছে স্থবিরতা। এই স্থবিরতা যেন কোনভাবেই কাটছে না। মেহেরপুরের কয়েকটি খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের পদচারণা। কয়েকটি খেলার মাঠের মধ্যে মেহেরপুর সরকারি হাই স্কুল খেলার মাঠ অন্যতম।

অন্যান্য মাঠগুলো শুকনো পড়ে থাকলেও এই মাঠটিতে করোনার আতঙ্কের মাঝেও চলছে নিয়মিত খেলার অনুশীলন।

সরে জমিনে মাঠে গিয়ে দেখা যায়, অনুশীলনে ব্যস্ত বিভিন্ন বয়সী ক্রিকেটার ফুটবলাররা। সেই সাথে আরও দেখা যায় কেউ কেউ ব্যস্ত ঘুড়ি উড়াতে।

এসময় ২০০৯ সালের হাই স্কুল পর্যায়ের বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন কিরণ বলেন, বর্তমানে মেহেরপুর সরকারি হাই স্কুল খেলার মাঠের পরিবেশ প্রাণবন্ত, সকলে খেলায় ব্যস্ত।

তিনি বলেন, সকল খেলোয়াররা মাঠে আসুক, খেলার মধ্যেই সময় টা পার করুক। খেলার মাঝে থাকলে শরীর ও মন দুটাই ভালো থাকে। খেলার মাধ্যমে মানুষের মানসিক বিকাশ ঘটে।

স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্বে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, নিজের সুরক্ষা নিজের কাছে, তাই সকলের উচিত স্বাস্থ্য বিধি মেনেই খেলার মাঠে আসার। খেলার মাধ্যেই মাঝে মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা। সেই সাথে খেলা শেষে নিজেকে জীবানু নাশক দিয়ে জীবানু মুক্ত করেই বাসায় ফিরা।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ক্রিকেটার মাসুদ রানা বলেন, করোনা কালীন শারীরিক ফিটনেস ঠিক রাখতে, মনোবল বৃদ্ধি সহ অলস সময় পার করতেই সবাই খেলার মাঠে আসছেন। খেলার মাঠে আসাতে অনুশীলনীর সাথে সাথে সময় কাটানোও হয়ে যাচ্ছে। মাঠে আসলে খেলার মাঝে থাকলে সময় টাও খুব তাড়াতাড়ি পার হয়ে যায়। বাসায় বসে অলস সময় পার করার থেকে মাঠে এসে খেলার মাঝে সময় টা পার করতে সবাই নিয়মিত মাঠে আসছে।

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুর সরকারি হাই স্কুল খেলার মাঠে আগের চেয়ে এখন বেশি খেলোয়ার দেখা যাচ্ছে, মাঝে এই মাঠে খেলাধুলা বন্ধের পথে চলে এসেছিল কিন্তু বর্তমানে সবাই খেলার মাঝে সময় পার করছে। এখানে নিয়মিত ৮-৯ টা টিম অনুশীলন করছে বলে তিনি জানান।

ফুটবল খেলোয়ার তানভির বলেন, করোনা কালীন বাসায় অবসর সময় পার হচ্ছে না তাই মাঠে এসেছি অনুশীলন করতে। অলস সময় পার করতেই মূলত মাঠে আসা।

অপর দিকে, মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠের চিত্র ভিন্ন, নেই কোন খেলোয়ার, মাঠে চরছে গরু, মাঠের ঘাস গুলোও অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। নেই কোন খেলাধুলা, অনুশীলন, পুরো মাঠ ফাঁকা। এ যেন এক প্রাণ হীন লেখার মাঠ, করোনার কারণে এমন বলে মনে করছেন স্থানীয় রাজ আহম্মেদ।

তিনি বলেন, আগে এখানে নিয়মিত অনুশীলন হতো করোনায় এখন সব বন্ধ। তবে বিকেলে কিছু খেলোয়ার মাঝে মধ্যে দেখা যায়।

মেহেরপুরের অন্যান্য খেলার মাঠ গুলোতে অল্প পরিসরে অনুশীলন হলেও মেহেরপুর জেলার এক মাত্র সরকারি খেলার মাঠ মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়াম এ সকল খেলাধুলা সহ সমস্ত অনুশীলন বন্ধ রয়েছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় জেলা স্টেডিয়াম মাঠের মেইন ফটক সহ সকল প্রবেশদার বন্ধ রয়েছে।

অফিস সহকারী স্বপনের সাথে এ বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, করোনা কালীন সমস্ত খেলা ফেডারেশন থেকে বন্ধ আছে, সেই সাথে মাঠে অনুশীলন করাও কোন অনুমতি নেই। এ জন্যই প্রতিটা প্রবেশ দার বন্ধ রাখা হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

কুষ্টিয়ায় ৮শ ছাড়িয়েছে করোনা আক্রান্তঃ ১৯ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় চারজন রোগী মারা গেছেন। এর মধ্যে তিনজন নারী ও একজন পুরুষ।

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার জেলায় কোভিড রোগী ৮০০ ছাড়িয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে কুষ্টিয়ার ১০১টি নমুনা পরীক্ষা করে নতুন ২৭ জনকে করোনা পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় কোভিড রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ৮১৫।

এদিকে আজ বুধবার সকাল ১০টা থেকে কুষ্টিয়া ও ভেড়ামারা পৌরসভায় ১৪ দিনের লকডাউন শেষে সব ধরনের দোকানপাট ও শপিং মল খুলে দেওয়া হয়েছে।

জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভা শেষে গতকাল রাতে জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন এ সিদ্ধান্ত দেন।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জুবায়ের হোসেন চৌধুরী রাতেই এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, মারা যাওয়া চারজনই কুষ্টিয়া

পৌরসভার ত্রিমোহনী, কমলাপুর, স্টেডিয়ামপাড়া ও কালীশংকরপুরের বাসিন্দা। তাঁরা প্রত্যেকেই বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। এ পর্যন্ত জেলায় ১৯ জন কোভিডে মারা গেলেন। আক্রান্ত অনুপাতে মৃত্যু হার ২ দশমিক ৩৩।

নতুন আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কুষ্টিয়া পৌর এলাকায় ১৮ জন, কুমারখালী উপজেলায় ৬ জন, মিরপুরে ১ জন ও খোকসা উপজেলার দুজন। সব মিলিয়ে এযাবৎ জেলায় ৮১৬ জন কোভিড রোগী শনাক্ত হলেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে ছাড় পেয়েছেন ৩৮৩ জন। বাড়িতে আইসোলেশনে (বিচ্ছিন্ন থেকে) চিকিৎসাধীন ৩৭৮ জন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৪০ জন। মারা গেছেন ১৭ জন।

গত সোমবার রাতে কুমারখালী কুণ্ডুপাড়ার এক বাসিন্দা ৭২ বছর বয়স্ক একজন পুরুষ রোগী মৃত্যুবরণ করেন। গতকাল দুপুরে শহরের চৌড়হাস এলাকায় এক নারী ও রাত সাড়ে আটটায় ত্রিমোহনী এলাকায় এক নারী মারা যান।

জুলাই মাসের গত সাত দিনে জেলায় ১৯৪ জন কোভিড রোগী শনাক্ত হয়েছেন। আর মারা গেছেন ছয়জন। দুটি পৌরসভায় কঠোর লকডাউন ঘোষণা করা হলেও ভেড়ামারায় তা অনেকটা কার্যকর হয়েছে।

সেখানে ১৪ দিনে রোগীর সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কমেছে। তবে কুষ্টিয়া পৌরসভায় আক্রান্ত ও মৃত্যু দুটিই বেড়েছে। এরই মধ্যে আজ সকাল থেকে লকডাউন প্রত্যাহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

বিএনপি নেতা অ্যাড. আব্দুস সালামের মৃত্যুতে জেলা বিএনপির শোক

মুক্তিযোদ্ধা দলের সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুস সালামের মৃত্যুতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ